

সাঁওতালী গানের নমুনা ।

(বঙ্গানুবাদ)

(১)

কোন অধিকতর প্রবল জাতি যখন নিরীহ খেরওয়াল (সাঁওতাল) জাতির উপর অনবরত অন্যায় আক্রমণ করিতে লাগিল তখন কোন এক নিষ্ঠাবান খেরওয়াল জাতি হতাশ ভ্রাতৃবর্গের প্রাণে আশার সঞ্চার করিবার জন্য নিম্নলিখিত গান রচনা করিয়া সকলের সম্মুখে গাহিয়াছিলেন। গানটী সর্বাংশে না হইলেও অনেকাংশে পুরাতন গানের সদৃশ। ভাবের দিক দিয়া 'পুরাতন গানের চেয়ে এই গানটী অনেকাংশে হীন।

প্রবাদ আছে যে এই গানটির দ্বারা এই খেরওয়াল জাতি এরূপ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল যে তাহাদের তীরদ্বারা সূর্য্যদেব পর্য্যন্ত আবৃত হইয়া গিয়াছিল। এই সময় এই খেরওয়াল জাতির নিজেদের মধ্যে হানাহানি কাটাকাটি করিতেছিল।

গীত (১)

বেরেৎ বেরেৎ বয়হা বেরেৎ পেসেরে
আবরিন্ বাইরিকো নাড়ি উতার দো
আবরিন্ হিরমুককো আড়ি মারাংদো ।

বুধতেবন্ খাটকেদো
রেজেৎ বনকো লাঃজ্ দাকাদো
তিন্ দিন্ লামটা কাতে
নওয়া ধাতিরে ভুঞ্জাঃ আবন্ দুঃখদো ।

যাপিত্‌কাতে দো বয়হা লালোপে তাহেন্‌ সে
লাঠা আকান মেৎ বয়হা আব ফাচ্চায় পে ।

.....চেতান দিসম্‌ হুড়্‌ হুড়াঃউকান্‌
লাতার দিসম্‌ দুল্‌ দুলাঃউকান

হুড়ম জিত্তি আলায়্‌ আকাৎ হবর ধনুকো রেজেঃৎবন্‌
তি রাপুদঃ জাগ্‌ খাণ্ডিজঃ লওয়া ধনবন্‌ দুঃগ্‌তাবন্‌ ।
আবন্‌ ভিত্‌রিরেদো বয়হা আলোপে এনেগের ।
কাটাঃজ্‌ চুলুং সীমা দায়তে আলোপে তপাগ্‌ হটঃশীর

মিঃৎ মনেতে মিঃৎ জিত্তিতে
মনে মনেবন্‌ মিলাওকাতে
ফাচ্চা সেমমা লেকা বয়হা
জানুম্‌ যতবন্‌ অচগা ।

Literary meaning of the Song :

জাগ জাগ ভাই জাগ । আমাদের শত্রু প্রবল পরাক্রান্ত ও সংখ্যায় অনেক সান্দহ নাই । আমরা জ্ঞানে কম । এই অবস্থায় আমাদের পেটের অন্ন কাড়িয়া লওয়া হইতেছে । আর আমরা এই উলঙ্গ অবস্থায় কতদিন এই জগতে জীবন যাপন করিব । আর ঘুমাইও না । যে চক্ষু ঘুমের টানে বুজিয়া গিয়াছে তাহা ঠাণ্ডা জলের দ্বারা পরিষ্কার করিয়া লও । শোন ! উত্তর দিকে ভীষণ কোলাহল এবং তার প্রতিধ্বনিতে পাতালভূমি গুড়্‌ গুড়্‌ শব্দে ধ্বনিত হইতেছে । যে ধন প্রাণ, শরীরের প্রতি অনাদর প্রদর্শন করিয়া ও স্ববল ক্ষয় করিয়া অর্জন করিয়াছি, সেই ধন আজ পরহস্তগত হইতেছে । পা ফাটুক হাত ভাঙ্গুক তাতে ক্ষতি নাই ; যে কোন রকমে আমাদের স্বার্জিত ধন উদ্ধার করিতে হইবে । আমাদের ঘরে ঘরে বিবাদ

করিও না ; সামান্য সীমা নিয়ে হানাহানি কাটাকাটি করিও না ।
আমরা প্রত্যেকে মনে মনে ও পরাণে পরাণে এক হইয়া মেঘশূন্য
আকাশের ন্যায় সমস্ত কাঁটা নির্মূল করি ।

(২)

প্রাচীনকালে খেরওয়াল্ জাতি খুব ধনী ছিল । সে সময় তাদের
ধর্ম্মের দিকে নজর পড়ে । কোথায় ও কাকে ভজন করিলে মনে
অনাবিল শাস্তি পাওয়া যাইবে, এইরূপ মনে মনে দিনের পর দিন
আন্দোলন করিয়াও যখন কোন ঠিক করিতে পারিল না ; তখন তাহদের
মধ্যে কতকজন ধর্ম্মের সন্ধানে বাহির হইল । এইরূপে তাহারা
চীনদেশ পর্য্যন্ত হাঁটিয়া গিয়াছিল এবং সেখান থেকে কাগ্ননিক হউক
বা প্রকৃতই হউক ঈশ্বরকে পাইয়া ফিরিয়া আসিল ।

গীত (২)

ধরম পিছাকো চালাওলেন্ আড়ি সেদায় রে
উন্বরেকো ভেয়াঁড়লেৎ নওয়া সেরেঞো দো
আচুরে বিছরে সেঙ্গেলে তিত্তিদো
বেড়াদয়্ হাম্বুরেন্ মনা দাঃরে ।
দাঁড়া দাঁড়াতে জাঙ্গা লাঙ্গায়েন্
বজ্কা গুগুতে দেয়া হাম্বালেন্
জিরাঃও লগিঃৎ দো বয়হা ঠাও'বন্ ঞেওল সে ।
পেটের ষ্বাড়ে লাতাররে কাখাদো পেটেরেন্
খদে মাতকম্ লাতাররে কাখাদো খদেয়েন
ধরম্ করম্ দো চেঃৎ চং আবন্ তিরে ।
লাবাড় আত্নাঃ লাতাররে কাখা লাবাড়েন্
সারি সার্জ্জম্ লাতাররে কাখা সারিয়েন্ ।

রূপে লাঁদেপে নগুগে ধরম্দো

এংপে সেবেওপে নওয়াগে (বঙ্গ) থান্দো ।

Literary meaning of the Song :

বহুদিন আগে ধর্ম্মানুসন্ধানে যখন খেরওয়াল জাতি বাহির হইয়াছিল তখন এই গানটি রচনা করা হয় ।

“চীনা মুরগীর ঘুরা ফিরা দেখতে অতি চমৎকার ; তা দেখতে দেখতে বেলা মানস সরোবরে ডুবে গেল । হায় বোঝার চার্পে পিঠে ব্যথা হলো । হেঁটে হেঁটে পা ধরলো । মোদের ধর্ম্ম-তৃষ্ণা মিটলো না । বাঁকা বটগাছ তলার কথা বাঁকা হয়ে গেল । ছোট মছল-গাছ তলার কথা ছোট গোছের হলো । এতৎকারণে জানা যায় ধর্ম্ম কর্ম্ম হাতেই গড়া । আরও কিছুদূর আগিয়ে গেল । হেলান সোজা আসল গাছ দেখতে পেয়ে ধর্ম্মের সিদ্ধান্ত করবার জন্য সে গাছের তলায় গেল কিন্তু কিছু ঠিক করতে পারলো না । গাছের আকারের সদৃশ মতগুলিও সোজা অথচ হেলান ভাবের হয়েছিল ।”

সকলের শেষে সরল শালগাছের তলায় গেল । সেখানে ঈশ্বরের অনুগ্রহেই হউক বা অন্য কোন আত্মার জোরেই হউক, তাহাদের মন সরল হলো আর সকলেই মত দিলো যে এই জায়গাতেই আমাদের ঈশ্বরকে পূজা করিবার উপযুক্ত স্থান । এসো এখানে সকলে মিলে গান করি, আমোদ করি ও নাচি ।”

(৩)

প্রাচীনকালের খেরওয়াল জাতির অবস্থা এই গানে ছায়াপাত হইয়াছে ।

গী৩ (৩)

হাঁসদার ককো ছয়েন মারাং কড়াখন্ ।

অনাতেকো এণাম লেং মারাং ভাগদো ॥

কিস্কুককো ছরেন রাপাজ্ তালে দো
 মাণ্ডি কোআ ধন দো আড়ি উতার দো ॥
 মুশ্মুকদো ঠাকুর তালে টুডু কদো রসিকা ।
 এনেঃজ আকো বেশাকো দপং ঝিকা ॥
 হেম্ব্রম্ কদো গড়েৎক তাঁহেকান সরেন্ কদো সীপাহী ।
 আড়ি বুঁকলে তাঁহেকান আড়ি জুর মিহী ॥
 আর হঁকো তাঁহেকান মড়ে জাত্ দো ।
 চেৎ ককো কামিলেৎ কালে বাড়ায় দো ॥

Literary meaning of the Song :

আদি পুরুষ ও আদি স্ত্রীর বড় ছেলের হাঁসদাঃ পদিত্, তদনুসারে হাঁসদাঃ পদিত্, লোকেরা ধনের বড়ভাগ পেয়েছিল (That is the Hansdas have got the largest portion of wealth the others, who are not mentioned here.)

কিস্কুরা তাহাদের রাজা ছিল ও মাণ্ডিরা সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী ছিল ।
 মুশ্মুরা ঠাকুর is Brahmin. টুডুরা বাজনা-বাদক ; বেশারা নর্তক ও গায়ক ছিল ; হেম্ব্রমা যে কোন সভাতে বা শিকারে সকলকে ডাক দিত is like modern chaukidar. সরেনরা সৈনিক ছিল (যুদ্ধ ও দাঙ্গা করিত) আর পাঁচ পদিত্, লোকেরা কি করিত সঠিক জানা যায় নাই ।

দেবনা থহাঁসদাঃ

দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণী, ই ।

